রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

২০২৫ সনের ২০ নং

বাংলাদেশ গেজেট

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, মে ১৫, ২০২৫

সূচীপত্র

	পৃষ্ঠা নং		পৃষ্ঠা নং
১ম খণ্ড—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলি সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৪০৫—৪১৬	৭ম খণ্ড—অন্য কোন খণ্ডে অপ্রকাশিত অধস্তন প্রশাসন কর্তৃক জারীকৃত অ-বিধিবদ্ধ ও বিবিধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	নাই
		৮ম খণ্ড—বেসরকারী ব্যক্তি এবং কর্পোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ।	নাই
২য় খণ্ড—প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট ব্যতীত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক জারীকৃত যাবতীয় নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলী ইত্যাদি বিষয়ক প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৬৮৯—৭১২	ক্রোড়পত্র—সংখ্যা	
		(১) . . . . .সনের জন্য উৎপাদনমুখী শিল্পসমূহের শুমারী।	নাই
		(২) . . . . .বৎসরের জন্য বাংলাদেশের লিচুর চূড়ান্ত আনুমানিক হিসাব।	নাই
৩য় খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	২১৭—২২৩	(৩) . . . . . বৎসরের জন্য বাংলাদেশের টক জাতীয় ফলের আনুমানিক হিসাব।	নাই
৪র্থ খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত পেটেন্ট অফিস কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ ইত্যাদি।	নাই	(৪) . . . . . কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত বৎসরের চা উৎপাদনের চূড়ান্ত আনুষ্ঠানিক হিসাব।	নাই
৫ম খণ্ড—বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের এ্যাক্ট, বিল ইত্যাদি।	নাই	(৫) . . . . . তারিখে সমাপ্ত সপ্তাহে বাংলাদেশের জেলা এবং শহরে কলেরা, গুটি বসন্ত, প্লেগ এবং অন্যান্য সংক্রামক ব্যাধি দ্বারা আক্রমণ ও মৃত্যুর সাপ্তাহিক পরিসংখ্যান।	নাই
৬ষ্ঠ খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, বাংলাদেশের মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, সরকারী চাকুরী কমিশন এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অধস্তন ও সংযুক্ত দপ্তরসমূহ কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৭৫৭—৭৮০	(৬) ....ইং তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক পরিচালক, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত ত্রৈমাসিক গ্রন্থ তালিকা।	নাই

১ম খণ্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলি সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।

অর্থ মন্ত্রণালয়
আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ
কেন্দ্রীয় ব্যাংক শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ০৭ বৈশাখ, ১৪৩২/২০ এপ্রিল, ২০২৫

নং **৫৩.০০.০০০০.৩১১.১১.০২১.১৭-১৮৬**—প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক আইন, ২০১০ এর ধারা ১১(২) অনুযায়ী প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়-এর সিনিয়র সচিব ড. নেয়ামত উল্যা ভূঁইয়া-কে তাঁর বর্তমান পদে কর্মরত থাকাকালীন মেয়াদে সর্বোচ্চ ০৩ (তিন) বছরের জন্য প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক-এর পরিচালনা বোর্ডে পরিচালক ও চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োগ প্রদান করা হলো।

০২। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

আফছানা বিলকিস
উপসচিব।

খাদ্য মন্ত্রণালয়
তদন্ত শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২৬ চৈত্র, ১৪৩১/০৯ এপ্রিল, ২০২৫

নং **১৩.০০.০০০০.০২৩.০৪.০০১.২৫/১.২৬০**—যেহেতু, খাদ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক গত ১৮-১১-২০২৪ খ্রি. তারিখ পোস্তগোলা সরকারি আধুনিক ময়দা মিল পরিদর্শন করেন। উক্ত স্থাপনায় তিনি প্রায় ১ ঘন্টা অবস্থান করেন এবং সেখানে অবস্থানকালীন জনাব মোঃ আমিনুল ইসলাম (পরিচিতি নং-০৩০৫২), প্রধান মিলার (ভারপ্রাপ্ত), পোস্তগোলা সরকারি আধুনিক ময়দা মিল, ঢাকা কর্মস্থলে পৌঁছাননি বা মোবাইলেও কোনো যোগাযোগ করেননি। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতীত কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকার কারণে কেন তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে না, তার সন্তোষজনক জবাব প্রেরণের জন্য জনাব মোঃ আমিনুল ইসলাম (পরিচিতি নং-০৩০৫২), প্রধান মিলার (ভারপ্রাপ্ত), পোস্তগোলা সরকারি আধুনিক ময়দা মিল, ঢাকা-কে খাদ্য অধিদপ্তরের ০৩-১২-২০২৪ খ্রি. তারিখের ২৩৬৩ নম্বর স্মারকে কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রদান করা হয়। তিনি কারণ দর্শানো জবাব

মোহাম্মদ আবু ইউসুফ, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ নজরুল ইসলাম, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd

দাখিল করেন; যা খাদ্য অধিদপ্তর কর্তৃক সন্তোষজনক মর্মে বিবেচিত হয়নি। তার উক্তরূপ কর্মকাণ্ড সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর পরিপন্থি বিধায় তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা রুজু করার প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সে পরিপ্রেক্ষিতে মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর বিবেচ্য পত্রের মাধ্যমে জনাব মোঃ আমিনুল ইসলাম (পরিচিতি নং-০৩০৫২), প্রধান মিলার (ভারপ্রাপ্ত), পোস্তগোলা সরকারি আধুনিক ময়দা মিল, ঢাকা এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ মোতাবেক বিভাগীয় মামলা আনয়নের লক্ষ্যে খসড়া অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী প্রেরণ করেন; এবং

যেহেতু, উপর্যুক্ত কার্যকলাপ ও আচরণ সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধিমতে 'অসদাচরণ' এর আওতায় শাস্তিযোগ্য অপরাধ। তৎপ্রেক্ষিতে তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয় এবং অভিযোগের উপর ভিত্তি করে অভিযোগ নামা ও অভিযোগ বিবরণী প্রস্তুতপূর্বক তার নিকট প্রেরণ করা হয়; এবং

যেহেতু, ১১-০৩-২০২৫ খ্রি. তারিখে অভিযুক্ত জনাব মোঃ আমিনুল ইসলাম (পরিচিতি নং-০৩০৫২), প্রধান মিলার (ভারপ্রাপ্ত), পোস্তগোলা সরকারি আধুনিক ময়দা মিল, ঢাকা এর বিভাগীয় মামলার (বিভাগীয় মামলা নং-১৩.০০.০০০০.০২৩.০৪.০০১.২৫/১) ব্যক্তিগত শুনানীতে উপস্থিত হয়ে মৌখিক ও লিখিত জবাব প্রদান করেছেন; এবং

যেহেতু, জনাব মোঃ আমিনুল ইসলাম, প্রধান মিলার (ভারপ্রাপ্ত), পোস্তগোলা সরকারি আধুনিক ময়দা মিল, ঢাকা এর বিরুদ্ধে আনীত অপর অভিযোগটি হলো তিনি প্রায়শঃ অফিসে অনুপস্থিত থাকেন। এই অভিযোগের বিষয়ে তিনি লিখিতভাবে জানান যে, পোস্তগোলায় অবস্থিত সরকারি আধুনিক ময়দা মিলটি সচল রাখতে কখনও কখনও স্পেয়ার পার্টস কিনতে নবাবগঞ্জ গমন করেন। এ কারণে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ তাকে অফিসে অনুপস্থিত পেয়ে থাকতে পারেন মর্মে তিনি আশংকা প্রকাশ করেছেন।

লিখিত বক্তব্য প্রদানকালে জনাব মোঃ আমিনুল ইসলামকে জিজ্ঞাসাবাদ করে জানা যায় তাকে অফিসে না পেয়ে কোনো উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ তার মোবাইলে কল দেন নাই। তাকে মোবাইল ফোনে কল দেওয়া হলে তিনি কলের জবাব দিতে পারতেন এবং আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ পেতেন। প্রাক্তন মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর জনাব মোঃ আব্দুল খালেক এর প্রতিবেদনে কোন কোন তারিখে তিনি অনুপস্থিত ছিলেন বা তাকে খুঁজে পাওয়া যায়নি এ বিষয়ে সুস্পষ্ট অভিযোগ উত্থাপন করা হয় নাই; এবং

যেহেতু, অভিযোগনামা, অভিযোগ বিবরণী ও অভিযুক্ত কর্মকর্তার দাখিলকৃত লিখিত বক্তব্য পর্যালোচনা করে প্রতীয়মান হয় যে, জনাব মোঃ আমিনুল ইসলাম, প্রধান মিলার (ভারপ্রাপ্ত), পোস্তগোলা সরকারি আধুনিক ময়দা মিল, ঢাকা মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর এর পরিদর্শন তারিখ ১৮-১১-২০২৪ খ্রি. এ দুর্ঘনটনাজনিত কারণে আঘাতপ্রাপ্ত হওয়ায় চিকিৎসা গ্রহণার্থে কর্মস্থলে অনুপস্থিত ছিলেন। তার এই বক্তব্যের স্বপক্ষে উপযুক্ত দালিলিক প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন। উপস্থাপিত দালিলিক প্রমাণাদি অনুযায়ী মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর এর পরিদর্শনকালে তিনি সরকারি কর্মচারী হাসপাতাল, ফুলবাড়িয়া চিকিৎসাধীন ছিলেন। তার উক্ত তারিখ ও সময়ে কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকার কারণ ইচ্ছাকৃত নয় মর্মে প্রতীয়মান হয়; এবং

যেহেতু, জনাব মোঃ আমিনুল ইসলাম, প্রধান মিলার (ভারপ্রাপ্ত), পোস্তগোলা সরকারি আধুনিক ময়দা মিল, ঢাকা প্রায়শ: কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকেন আনীত অভিযোগটি সুনির্দিষ্ট নয়। তবে তার বিরুদ্ধে আনীত প্রথম অভিযোগের বিষয়ে তিনি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে অবহিত করতে পারতেন এবং কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকার বিষয়ে অনুমতি গ্রহণ করতে পারতেন। আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থার এই যুগে তিনি তার নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকর্তাকে মোবাইল ফোনে বা টেক্সট মেসেজের মাধ্যমে অবহিত করতে পারতেন। তিনি অক্ষম হলে তার পক্ষে অন্য কেউ বিষয়টি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে অবহিত করতে পারতো। কিন্তু তিনি তা করেন নাই। এরূপ কর্মকাণ্ড একজন প্রথম শ্রেণির ক্যাডার কর্মকর্তার জন্য অনভিপ্রেত; এবং

সেহেতু, জনাব মোঃ আমিনুল ইসলাম, প্রধান মিলার (ভারপ্রাপ্ত), পোস্তগোলা সরকারি আধুনিক ময়দা মিল, ঢাকা কে ভবিষ্যতে সতর্ক থাকার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হলো এবং তার বিরুদ্ধে আনীত সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩ এর (খ) সূত্রে আনীত অভিযোগের দায় হতে অব্যাহতি প্রদান করা হলো।

সংশ্লিষ্ট সকলকে আদেশের কপি দেয়া হোক।

মোঃ মাসুদুল হাসান
সচিব।

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
আইন ও বিচার বিভাগ
বিচার শাখা-৩

আদেশ

তারিখ: ০৭ বৈশাখ, ১৪৩২/২০ এপ্রিল, ২০২৫

নং **১০.০০.০০০০.১২৭.১২.০০১.২২-২৪২**—বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের সাথে পরামর্শক্রমে সরকার বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস (কর্মস্থল নির্ধারণ, পদোন্নতি, ছুটি মঞ্জুরী, শৃংখলা বিধান এবং চাকুরীর অন্যান্য শর্তাবলি) বিধিমালা ২০০৭ এর বিধি ৪ এর উপবিধি (৪) অনুযায়ী নিম্নবর্ণিত অতিরিক্ত জেলা জজ/সমপর্যায়ের বিচারককে জেলা জজ/সমপর্যায়ের বিচারক পদে পদোন্নতি প্রদানের নিমিত্ত উক্ত বিধিমালার তফসিলের প্রথম অংশে উল্লিখিত জেলা জজ পদের বিপরীতে উল্লিখিত প্রয়োজনীয় যোগ্যতা নিম্নরূপভাবে শিথিল করল:

ক্রমিক	কর্মকর্তার নাম, পদবি ও কর্মস্থল	বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস (কর্মস্থল নির্ধারণ, পদোন্নতি, ছুটি মঞ্জুরী, শৃংখলা বিধান এবং চাকুরীর অন্যান্য শর্তাবলি) বিধিমালা, ২০০৭ এর ৪ বিধির উপ-বিধি (৪) এর আলোকে শিথিল করতঃ প্রয়োজনীয় যোগ্যতা
১।	জনাব সৈয়দ আজাদ সুবহানী অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ, ঢাকা (২০০১ সালের গ্রেডেশন তালিকায় ৬১৮ নং ক্রমিকের কর্মকর্তা)	অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ/সমপর্যায়ের বিচারক পদে ০৩ (তিন) মাসের অভিজ্ঞতা।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

এ. এফ. এম. গোলজার রহমান
উপসচিব (প্রশাসন-১)।

ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়
ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ
টেলিকম শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ০৮ বৈশাখ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ/২১ এপ্রিল, ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

নং **১৪.০০.০০০০.০১০.২৭.০০৭.১৮(পার্ট-১)-১৪৩**—ডাক ও টেলিযোগাযোগ খাতে বিগত ১৫ (পনের) বছরে দুর্নীতি ও অনিয়ম বিষয়ে শ্বেতপত্র প্রকাশের লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে টাস্কফোর্স গঠন করা হলো:

ক্রমিক	নাম	পদবি ও প্রতিষ্ঠান	কমিটিতে অবস্থান
১।	ড. কামরুল হাসান	অধ্যাপক, ইইই, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট)	আহ্বায়ক
২।	ড. মুছাবের উদ্দিন আহমেদ	অধ্যাপক, ইইই, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য
৩।	ড. নিয়াজ আসাদুল্লাহ	অর্থনীতিবিদ, Keari Taj, House 14, Road 6, Dhanmondi, Dhaka, 1205	সদস্য
৪।	ড. লুতফা আক্তার	অধ্যাপক, ইইই, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট)	সদস্য
৫।	জনাব এখলাস উদ্দিন আহমেদ	টেলিযোগাযোগ বিশেষজ্ঞ, CTO BdREN	সদস্য
৬।	জনাব ফিদা হক	প্রযুক্তিবিদ, ইন্ডাস্ট্রি এক্সপার্ট CEO, Surjomukhi Limited, 10th Floor JA-28, Haque Tower, 8/D Mohakhali C/A, Dhaka-1212.	সদস্য
৭।	জনাব মোঃ আজাহার উদ্দিন (অনিক)	কম্পিউটার সায়েন্স ইঞ্জিনিয়ারিং, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	গবেষণা সহকারী

টাস্কফোর্সের কার্যপরিধি:

(ক) ডাক ও টেলিযোগাযোগ খাতের জনবল ও পরামর্শক নিয়োগ/পদোন্নতিতে দুর্নীতি ও অনিয়ম পর্যালোচনা (যদি থাকে);

(খ) ডাক ও টেলিযোগাযোগ খাতের পলিসিগত বৈষম্য/অনিয়ম ইত্যাদি পর্যালোচনা (যদি থাকে);

(গ) ডাক ও টেলিযোগাযোগ খাতের প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন সংক্রান্ত অনিয়ম ও দুর্নীতি পর্যালোচনা (যদি থাকে);

(ঘ) ডাক ও টেলিযোগাযোগ খাতের লাইসেন্স রেজিম ব্যবস্থাপনায় অনিয়ম পর্যালোচনা (যদি থাকে);

(ঙ) ডাক ও টেলিযোগাযোগ খাতের সামাজিক দায়বদ্ধতা তহবিল ব্যবস্থাপনায় অনিয়ম পর্যালোচনা (যদি থাকে);

(চ) এ সংক্রান্ত বিস্তারিত প্রতিবেদন টাস্কফোর্সের কার্যক্রম শুরুর তারিখ হতে পরবর্তী ০৩ (তিন) মাসের মধ্যে দাখিল করবেন;

(ছ) টাস্টফোর্সের কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের সংশ্লিষ্ট খাত হতে প্রতিটি সভার জন্য অনুমোদিত হারে বিধি মোতাবেক সম্মানী ভাতা প্রাপ্য হবেন;

(জ) ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের টেলিকম উইং কমিটিকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করবে।

২। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মো: মামুনুর রশিদ
উপসচিব।

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
(লাইব্রেরি শাখা)

পরিপত্র

তারিখ: ০৯ বৈশাখ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ/২২ এপ্রিল ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

নং **৪৩.০০.০০০০.১১৩.৯৯.০৫০.২১.১০০**—সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিদ্যমান ০১ (এক)টি প্রতিষ্ঠানের নাম সংশোধন করে নিম্নোক্তভাবে পরিবর্তন করার সরকারি সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো:

ক্রমিক	বিদ্যমান নাম	পরিবর্তিত নাম
০১।	জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান সমাধিসৌধ কমপ্লেক্স গ্রন্থাগার, গোপালগঞ্জ।	উপজেলা সরকারি গণগ্রন্থাগার টুঙ্গিপাড়া, গোপালগঞ্জ

২। ইহা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

মোহাঃ খালিদ হোসেন
উপসচিব (লাইব্রেরি)।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ
শৃঙ্খলা শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ০২ বৈশাখ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ/১৫ এপ্রিল, ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

নং **৫৯.০০.০০০০.১১৭.২৭.১৪৫.২৪-৯৭**—যেহেতু, জনাব মোঃ শামসুল আলম শাহ্ প্রাক্তন উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা (সাময়িক বরখাস্তকৃত), হাতিয়া, নোয়াখালী (রংপুর জেলার সদর উপজেলায় কর্মকালীন)-এর বিরুদ্ধে 'সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫' এর বিধি ৩(বি) ও ৩(ডি) মোতাবেক 'অসদাচরণ' ও 'দুর্নীতি' এর দায়ে বিভাগীয় মামলা দায়ের পূর্বক প্রতিটি পর্যায় যথাযথ ও বিধিসম্মতভাবে অনুসরণ করে মহামান্য রাষ্ট্রপতির অনুমোদনের পরিপ্রেক্ষিতে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক গত ২০-১০-২০১১ তারিখের স্বাপকম/শৃংখলা-২/অভি-৩৫/২০০৯/২৫৩/১(১০) নং স্মারকে তাকে সরকারি 'চাকুরি হইতে বরখাস্তকরণ' গুরুদণ্ড প্রদান করা হয়;

০২। যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা 'চাকুরি হইতে বরখাস্তকরণ' দণ্ডের আদেশের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল, বগুড়ায় এটি মামলা নং-১১২/২০১১ দায়ের করেন। উক্ত মামলায় বিজ্ঞ আদালত দো-তরফা সূত্রে গত ৩০-০৩-২০১৪ তারিখে আদেশ প্রদান প্রদত্ত চাকরি হইতে বরখাস্তের আদেশ অন্যায়, বে-আইনী এবং বিধি বহির্ভূত ও বাতিল ঘোষণা করেন এবং প্রার্থীকে স্ব-পদে চাকুরিতে পুনঃবহালপূর্বক বকেয়া বেতন-ভাতাদিসহ যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা প্রদান করার জন্য প্রতিপক্ষগণকে নির্দেশনা প্রদান করেন;

০৩। যেহেতু, এটি মামলা নং-১১২/২০১১-এর রায়ের বিরুদ্ধে সরকার বিজ্ঞ প্রশাসনিক আপীল ট্রাইব্যুনালে এএটি মামলা নং-৬৩/২০১৮ দায়ের করেন। আপীলটি বিগত ০৯-০৭-২০১৮ তারিখে আপীলাধীন রায় ও আদেশ প্রদানের ৬ (ছয়) মাসের মধ্যে দায়ের না করায় সরাসরি নামঞ্জুর করা হয়:

০৪। যেহেতু, পরবর্তীতে সরকার পক্ষ উক্ত আদেশের বিরুদ্ধে বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের মাননীয় আপীল বিভাগে সিভিল পিটিশন ফর লিভ টু আপীল নং-৪৩৫৩/২০১৮ দায়ের করলে বিজ্ঞ আদালত বিগত ২৩-১০-২০২২ তারিখে পিটিশনটি 'no merit' বিবেচনায় খারিজ করে দেন;

০৫। যেহেতু, সর্বশেষ সরকার পক্ষ উক্ত আদেশের বিরুদ্ধে মাননীয় আপীল বিভাগে সিভিল রিভিউ পিটিশন নং-৩৫৪/২০২২ দায়ের করলে বিজ্ঞ আদালত বিগত ১২-০১-২০২৩ তারিখে উক্ত পিটিশনটিও খারিজ করে দেন;

০৬। যেহেতু, প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল, বগুরার এটি মামলা নং-১১২/২০১১-এর বিগত ৩০-০৩-২০১৪ খ্রি. তারিখের রায় বাস্তবায়নের নিমিত্ত অভিযুক্ত কর্তৃক বিজ্ঞ প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল, বগুড়ায় জারি মামলা নং-১৬/২০১৫ (বাস্তবায়ন) দায়ের করা হয়;

০৭। যেহেতু, প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল, বগুড়ায় দায়েরকৃত জারি মামলা নাং-১৬/২০১৫ (বাস্তবায়ন) এর ১২-০২-২০২৫ তারিখে ধার্যকৃত শুনানির তারিখের আদেশে উল্লেখ করা হয় যে, সর্বশেষ মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগের সিভিল রিভিউ পিটিশন নং-৩৫৪/২০২২-এ গত ১২-০১-২০২৩ খ্রি. তারিখে না মঞ্জুর হয়ে অত্র ট্রাইব্যুনালের মূল মামলার রায় বহাল থাকে;

০৮। সেহেতু, বিজ্ঞ প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালে দায়েরকৃত মামলা নং-১১২/২০১১-এর পরিপ্রেক্ষিতে বিজ্ঞ ট্রাইব্যুনালের গত ৩০-০৩-২০১৪ তারিখের প্রদত্ত আদেশের আলোকে জনাব মোঃ শামসুল আলম শাহ্ প্রাক্তন উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা (সাময়িক বরখাস্তকৃত), হাতিয়া নোয়াখালী-এর বিরুদ্ধে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলার পরিপ্রেক্ষিতে গত ২০-১০-২০১১ তারিখের স্বাপকম/শৃংখলা-২/অভি-৩৫/২০০৯/২৫৩/১(১০) সংখ্যক স্মারকের মাধ্যমে প্রদত্ত 'চাকরি হতে বরখাস্তকরণ' এর গুরুদণ্ডাদেশটি এতদ্বারা বাতিল করা হলো। তিনি বিধি মোতাবেক বকেয়া বেতন-ভাতাদিসহ যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্য হবেন।

০৯। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ডা. মো: সারোয়ার বারী
সচিব।

নার্সিং শিক্ষা শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ৩০ চৈত্র ১৪৩১/১৩ এপ্রিল ২০২৫

নং **৫৯.০০.০০০০.১৪৩.১৮.০১.২০১৭(অংশ-১).১৪৩**—স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের অধীন ০১টি সরকারি নার্সিং ইনস্টিটিউট এর নাম পরিবর্তন করে নির্দেশক্রমে নিম্নবর্ণিতভাবে নামকরণ করা হলো:

ক্রম	পূর্বনাম/বিদ্যমান নাম	বর্তমান নাম
০১।	পটুয়াখালী নার্সিং ইনস্টিটিউট, পটুয়াখালী	নার্সিং ইনস্টিটিউট, বাউফল, পটুয়াখালী

০৯। জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

শাহ্ নুসরাত জাহান
সিনিয়র সহকারী সচিব।

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
প্রশাসন অনুবিভাগ-১
প্রশাসন অধিশাখা-৫

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১০ বৈশাখ, ১৪৩২/২৩ এপ্রিল, ২০২৫

নং **২৫.০০.০০০০.০১৮.২৭.০০৬.২৪-১৪১**—যেহেতু, জনাব মনিরুজ্জামান মনি, উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী (রিজার্ভ) গণপূর্ত অধিদপ্তর, ঢাকায় কর্মরত অবস্থায় গত ০২-০৪-২০১৭ তারিখ Toronto University-তে Civil Engineering Department এর Doctoral Progaram এ অধ্যয়নের জন্য প্রেষণ মঞ্জুরির আবেদন করেন এবং ০১-০৯-২০১৭ থেকে ৩১-০৮-২০২১ তারিখ পর্যন্ত ০৪ (চার) বছর প্রেষণ মঞ্জুর করা হয়। ইতঃপূর্বে মঞ্জুরিকৃত প্রেষণের ধারাবাহিকতায় ০১-০৯-২০২১ থেকে ৩১-০৮-২০২২ তারিখ পর্যন্ত ০১ (এক) বছর অর্থাৎ ০৬ (ছয়) মাস প্রেষণ এবং ০৬ (ছয়) মাস শিক্ষা ছুটির আবেদন করেন। এ মন্ত্রণালয় থেকে তার আবেদন মঞ্জুর করা হয়। পরবর্তীতে, তার আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে এ মন্ত্রণালয়ের ১৫-০৬-২০২২ তারিখের ২৫.০০.০০০০.০১৩.০৮.১৩.২০২২-৩৯৩ নম্বর স্মারক মাধ্যমে ০১-০৯-২০২২ থেকে ৩১-০৮-২০২৩ তারিখ পর্যন্ত আরো ০১ (এক) বছর শিক্ষা ছুটি মঞ্জুর করা হয়। একইভাবে তিনি ০৬ (ছয়) বছরের অধিককাল প্রেষণ ও শিক্ষা ছুটির ধারাবাহিকতায় আরো ০৬ (ছয়) মাস শিক্ষা ছুটি বর্ধিতকরণের আবেদন করলে, উক্ত আবেদনের বিষয়ে বিধি মোতাবেক সুযোগ না থাকায় তা না-মঞ্জুর করা হয়। ইতোমধ্যে মঞ্জুরিকৃত শিক্ষা ছুটি ৩১-০৮-২০২৩ তারিখ শেষ হওয়ায় গণপূর্ত অধিদপ্তরের ০৭-১১-২০২৩ তারিখের ১২৪০ নম্বর স্মারক মাধ্যমে তাকে দেশে ফিরে কর্মস্থলে যোগদান করার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়। কিন্তু, তিনি কর্মস্থলে যোগদান করেননি এবং কর্তৃপক্ষের সাথে কোনো যোগাযোগ করেননি। পরবর্তীতে, গণপূর্ত অধিদপ্তর থেকে ১৫-০২-২০২৪ তারিখ ১০ (দশ) কর্মদিবসের মধ্যে কারণ দর্শানোর জবাব প্রদানের জন্য তাকে অনুরোধ করা হয়। কিন্তু, তিনি অধ্যাবধি কারণ দর্শানোর জবাব প্রদান করেননি। তিনি ০১-০৯-২০১৭ থেকে ৩১-০৮-২০২৩ তারিখ পর্যন্ত ০৬ (ছয়) বছর অনুমোদিত অনুপস্থিতির পর ০১-০৯-২০২৩ তারিখ থেকে অদ্যাবধি অনুমতিবিহীন বা বেআইনিভাবে অনুপস্থিত আছেন। উক্ত অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে, জনাব মনিরুজ্জামান মনি এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩ উপবিধি (খ) ও (গ) অনুযায়ী যথাক্রমে 'অসদাচরণ' ও 'পলায়ন' এর অভিযোগে ০২/২০২৪ নম্বর বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয়;

০২। যেহেতু, উপর্যুক্ত বিভাগীয় মামলাটি তদন্ত করার লক্ষ্যে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের উপসচিব জনাব মোহাম্মদ আবদুল আওয়ালকে তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। তদন্তকারী কর্মকর্তা কর্তৃক শুনানীর জন্য নোটিশ প্রদান করা সত্ত্বেও অভিযুক্ত কর্মকর্তা তদন্তকারী কর্মকর্তার নিকট হাজিরা প্রদান করেননি এমনকি লিখিতভাবে নোটিশের জবাবও দেননি। ফলে তদন্তকারী কর্মকর্তা সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) বিধিতে উল্লিখিত 'অসদাচরণ' এবং এক বছরের উর্ধ্বে বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকায় একই বিধিমালা ৩(গ) বিধিতে উল্লিখিত 'পলায়ন' এর অভিযোগ সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছে মর্মে প্রতিবেদন দাখিল করেন;

০৩। যেহেতু, তদন্তে অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় অভিযুক্ত কর্মকর্তাকে দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশ প্রদান করা হয়। অভিযুক্ত কর্মকর্তা ২য় কারণ দর্শানো নোটিশেরও জবাব দাখিল না করায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪ এর উপবিধি ৩ এর (ঘ) অনুযায়ী তাকে "চাকুরি হতে বরখাস্তকরণ" গুরুদণ্ড প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সে মোতাবেক বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন (পরামর্শ) প্রবিধান মালা, ১৯৭৯ এবং সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি-৭ এর উপবিধি-১০ মোতাবেক বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনে পরামর্শ প্রদানের জন্য অনুরোধ পত্র প্রেরণ করা হয়। বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন জনাব মনিরুজ্জামান মনিকে 'চাকুরি হতে বরখাস্তকরণ' গুরুদণ্ড প্রদানের সিদ্ধান্তের সাথে একমত পোষণ করায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪ এর উপবিধি ৩ এর (ঘ) অনুযায়ী তাকে 'চাকুরি হতে বরখাস্তকরণ' গুরুদণ্ড দেয়া প্রয়োজন;

০৪। যেহেতু, বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের মতামত এবং বিভাগীয় মামলার সংশ্লিষ্ট কাগজপত্রসহ প্রাসঙ্গিক সকল বিষয় পর্যালোচনা করে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪ এর উপবিধি ৩ এর (ঘ) অনুযায়ী জনাব মনিরুজ্জামান মনিকে 'চাকুরি হতে বরখাস্তকরণ' গুরুদণ্ড প্রদানের সিদ্ধান্ত বহাল রাখা হয় এবং যেহেতু নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ হিসেবে মহামান্য রাষ্ট্রপতি জনাব মনিরুজ্জামান মনিকে 'চাকুরি হতে বরখাস্তকরণ' গুরুদণ্ড আরোপের প্রস্তাব সানুগ্রহ অনুমোদন প্রদান করেছেন;

০৫। সেহেতু, জনাব মনিরুজ্জামান মনি, উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী (রিজার্ভ), গণপূর্ত অধিদপ্তর, ঢাকা এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) ও ৩(গ) অনুযায়ী যথাক্রমে 'অসদাচরণ' ও 'পলায়ন' এর অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় তাকে 'অসদাচরণ' ও 'পলায়ন' এর অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করে একই বিধিমালার বিধি ৪ এর উপবিধি ৩ এর (ঘ) অনুযায়ী 'চাকুরি হতে বরখাস্ত' করা হলো।

০৬। জনস্বার্থে এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ নজরুল ইসলাম
সচিব।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়
ডি-৭ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ০৩ বৈশাখ ১৪৩২/১৬ এপ্রিল ২০২৫

নং **২৩.০০.০০০০.০৭০.৬৯.০৮১.১২-১২৫**—বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর উইং কমান্ডার জিনাত জাহান, পিএসসি (বিডি/৯১৮৯), ইঞ্জ-কে বিমান বাহিনী অ্যাক্ট রুলস্ ১৯৫৭ এর রুল-১৫ অনুযায়ী চাকরি হতে বরখাস্ত করা হলো।

০২। এ আদেশ জারির তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ মঞ্জুরুল করিম
উপসচিব।

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়
পরিবেশ-৩ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২৬ চৈত্র ১৪৩১ বঙ্গাব্দ/০৯ এপ্রিল ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

নং **২২.০০.০০০০.০০০.০৭৪.৯৯.০০০১.২৫-১০৫**—পরিবেশ সংরক্ষণ, দূষণ নিয়ন্ত্রণ এবং পরিবেশ, প্রতিবেশ ও জীববৈচিত্র্য রক্ষায় সরকারের গৃহীত কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিকের ব্যবহার ক্রমান্বয়ে বন্ধ (Phase Out) করার লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক প্রথম ধাপে Straw, Stirrer & Cotton Bud-এই তিনটি সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিক পণ্যের উৎপাদন, আমদানি, বাজারজাতকরণ, বিক্রয় বা বিক্রয়ের জন্য প্রদর্শন, মজুদ, বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে পরিবহন এবং ব্যবহার ০১ জুন ২০২৫ তারিখ থেকে সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

সাবরীনা রহমান
সিনিয়র সহকারী সচিব।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
বাজেট ও অডিট শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ০৮ বৈশাখ ১৪৩২ বঙ্গাব্দ/২১ এপ্রিল ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

নং **৩৮.০০.০০০০.০০০.০০৬.০১.০০০১.২৪-১২২**—অর্থ বিভাগ কর্তৃক প্রণীত অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা সনদ এবং ঝুঁকিভিত্তিক অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা ম্যানুয়াল এর নির্দেশনা অনুযায়ী প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের জন্য গঠিত ০১ অক্টোবর ২০২৪ তারিখের ৩৮.০০.০০০০.০০৬.০১.০০১.২৪.২৮৫ নম্বর স্মারকের Internal Audit Unit (IAU) নিম্নোক্তভাবে পুর্নগঠন করা হলো।

Internal Audit Unit (IAU) পুর্নগঠন

ক্রমিক নং	কর্মকর্তার নাম	পদবি	অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা ইউনিটে পদবি
০১।	পদাধিকার বলে	অতিরিক্ত মহাপরিচালক	পরিচালক (প্রধান, IAU)
০২।	পদাধিকার বলে	পরিচালক (অর্থ)	উপপরিচালক
০৩।	পদাধিকার বলে	উপপরিচালক (অডিট)	সহকারী পরিচালক
০৪।	জনাব মোঃ আনোয়ার হোসেন	সহকারী পরিচালক (অডিট)	সহকারী পরিচালক
০৫।	জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ	সহকারী পরিচালক (অর্থ)	সিনিয়র অডিটর
০৬।	জনাব মোঃ আব্দুর রেজ্জাক সিদ্দিকী	শিক্ষা অফিসার (প্রশাসন)	
০৭।	জনাব জাহিদা ছিদ্দিকা	শিক্ষা অফিসার (অডিট)	
০৮।	জনাব মনোহর চন্দ্র সরকার	হিসাবরক্ষণ অফিসার (অর্থ)	
০৯।	জনাব মোহাম্মদ মিজানুর রহমান	সহকারী গবেষণা অফিসার (অডিট)	
১০।	জনাব মোঃ মোস্তফা ফারুক খান	সহকারী শিক্ষা অফিসার	অডিটর
১১।	জনাব নারায়ন চন্দ্র সাহা	সহকারী হিসাব অফিসার (অডিট)	
১২।	জনাব মাহমুদ রায়হানুল আমিন	কম্পিউটার অপারেটর (ডিজি দপ্তর)	
১৩।	জনাব মোঃ ফরিদ আহমেদ	কম্পিউটার অপারেটর (অডিট)	
১৪।	জনাব মোহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান খাঁন	কম্পিউটার অপারেটর (অর্থ)	
১৫।	জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম মজুমদার	ডাটা এন্ট্রি অপারেটর (অডিট)	অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার অপারেটর

৩। অর্থ বিভাগ কর্তৃক প্রণীত অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা সনদ ও ঝুঁকিভিত্তিক অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা ম্যানুয়াল এর পরিশিষ্ট-১ মোতাবেক এই ইউনিটের দায়িত্ব ও কর্তব্য নিম্নোক্তভাবে নির্ধারণ করা হলো।

(ক) বিদ্যমান সরকারি আর্থিক প্রবিধান, নির্দেশনাবলি এবং পদ্ধতির সাথে কমপ্লায়েন্স পর্যালোচনা করা;

(খ) অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার কার্যকারিতা মূল্যায়ন;

(গ) আর্থিক ও অন্যান্য সম্পদ ব্যবহারে মিতব্যয়িতা এবং কার্যকারিতা মূল্যায়ন করা;

(ঘ) আর্থিক এবং অপারেটিং সিস্টেমের রাখা রেকর্ড এবং রিপোর্টিং এর নির্ভরযোগ্যতা ও অস্বচ্ছতা পর্যালোচনা করা;

(ঙ) হিসাবের সঠিকতার জন্য প্রয়োজনীয় মান অনুযায়ী বার্ষিক উপযোজন হিসাব, ফান্ড হিসাব এবং অন্যান্য হিসাব বিবরণী প্রস্তুত ও পর্যালোচনা করা;

(চ) রিপোর্টভুক্ত বা চিহ্নিত অনিয়মের তদন্ত ও সম্পদের অপচয় বা আর্থিক সম্পদ এবং সরকারি সম্পত্তির অপব্যবহার বা অপব্যবহারের ঘটনাগুলির বিষয়ে তদন্ত করা;

(ছ) সরকারের বকেয়া রাজস্ব এবং অন্যান্য প্রাপ্তিসমূহ অবিলম্বে সংগ্রহ করা, ব্যাংকে জমা করা ও সম্পূর্ণরূপে হিসাবভুক্তি নিশ্চিত করা;

(জ) পদ্ধতি এবং প্রবিধানসমূহের সাথে কমপ্লায়েন্স নিশ্চিত করার জন্য রাজস্ব সংগ্রহ পয়েন্ট, প্রকল্প ও অন্যান্য সরবরাহ বিতরণ ক্ষেত্রগুলি সরেজমিনে যাচাই করা;

(ঝ) সময়ে সময়ে বরাদ্দের উপর বাজেটের নিয়ন্ত্রণ, প্রতিশ্রুতি, ব্যয়, রাজস্ব সংগ্রহ এবং হিসাবায়ন পর্যালোচনা;

(ঞ) আইন ও প্রশাসনিক কমপ্লায়েন্স নিশ্চিত করার জন্য পুর্নবন্টন প্রক্রিয়া পর্যালোচনা এবং

(ট) সরকারি ভৌত সম্পদ যথাযথভাবে রেকর্ড করা এবং নিরাপদ হেফাজতে সংরক্ষণ করা।

৪। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ডা. মোঃ মাহফুজুল হক
উপসচিব।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
জননিরাপত্তা বিভাগ
শৃঙ্খলা-১ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখঃ ১১ বৈশাখ ১৪৩২/২৪ এপ্রিল ২০২৫

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৭.২৭.০১২.২৪-১০২—যেহেতু, জনাব মোঃ হাসান নাহিদ চৌধুরী (বিপি-৭২০৫১১৬৯৭২), কমান্ড্যান্ট (পুলিশ সুপার) আরআরএফ, সিলেট ইতঃপূর্বে পুলিশ সুপার, শেরপুর হিসাবে কর্মরত থাকাকালে গত ০৮-০৪-২০২১ তারিখ ভিন্ন ভিন্ন সময়ে জনাব মোহাম্মদ বিল্লাল হোসেন, (বিপি- ৭৮০৮১২১৫৭৩), অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন) ও জনাব মাহমুদুল হাসান ফেরদৌস, (বিপি-৮৩১৩১৫৯৪৭৫), অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর) শেরপুরদ্বয়কে তিনি তার নিজ অফিস কক্ষে অধঃস্তন পুলিশ/সিভিল সদস্যদের উপস্থিতিতে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ/গালমন্দ করেছেন;

০২। যেহেতু, তিনি গত ০৮-০৪-২০২১ তারিখের ঘটনার ধারাবাহিকতায় উদ্দেশ্যপ্রণোদিত এবং অবৈধভাবে ক্ষোভের বশঃবর্তী হয়ে উক্ত ঘটনার একদিন পর শেরপুর জেলার অন্য কোনো ঊর্ধ্বতন অফিসারদের ব্যবহৃত সরকারি গাড়ী পুলিশ লাইনে সংরক্ষণ না করে জনাব মোহাম্মদ বিল্লাল হোসেন, (বিপি-৭৮০৮১২১৫৭৩), অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন) এবং জনাব মাহমুদুল হাসান ফেরদৌস, (বিপি-৮৩১৩১৫৯৪৭৫), অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর) শেরপুরদ্বয়ের ব্যবহৃত সরকারি গাড়ী তার স্বাক্ষরিত গত ১০-০৪-২০২১ তারিখ ৩৬৭ (৩)/সি আদেশমূলে পুলিশ লাইনে সংরক্ষণ এবং পরবর্তীতে গত ১৮-০৪-২০২১ তারিখ ৩৯০(৩)/সি আদেশমূলে সংরক্ষণের আদেশ বাতিল করেছেন;

০৩। যেহেতু, তিনি জনাব মোহাম্মদ বিল্লাল হোসেন, (বিপি-৭৮০৮১২১৫৭৩), অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন) এবং জনাব মাহমুদুল হাসান ফেরদৌস, (বিপি-৮৩১৩১৫৯৪৭৫), অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর) শেরপুরদ্বয়কে অফিসে না যাওয়ার জন্য মৌখিকভাবে নির্দেশ প্রদান করেন যা তার ক্ষমতার অপব্যবহার, প্রচলিত আইন ও বিধি-বিধানসহ শৃঙ্খলা পরিপন্থি কাজ;

০৪। যেহেতু, তিনি পুলিশ সুপারের মতো দায়িত্বশীল পদে থেকে শেরপুর জেলার মাদক নির্মূলের ব্যবস্থা গ্রহণের কথা থাকলেও তার শ্যালক কাজী মাহমুদুল হাসান শুভ জনৈক মাদক ব্যবসায়ী অলক সাহা-এর নিকট থেকে ৫/৬ বার ফেনসিডিল ক্রয় করে তার বন্ধুদের নিয়ে তার সরকারি বাসভবনে অবস্থান করে ফেনসিডিল ক্রয় ও সেবনের সুযোগ দেয়ার অভিযোগে তার বিরুদ্ধে রুজুকৃত ০১০/২০২৪ নং বিভাগীয় মামলায় কারণ দর্শানো হয়। তিণি কারণ দর্শনো নোটিশের জবাব দাখিলপূর্বক ব্যক্তিগত শুনানির আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে গত ১৮-০৯-২০২৪ তারিখ ব্যক্তিগত শুনানি অনুষ্ঠিত হয়;

০৫। যেহেতু, শুনানিকালে আনীত অভিযোগ, লিখিত জবাব, উভয়পক্ষের বক্তব্য এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ দালিলিক প্রমাণাদি পর্যালোচনায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা ২০১৮ এর ৭(২)(ঘ) বিধি মোতাবেক অভিযোগসমূহ তদন্তের জন্য জনাব খোন্দকার নজমুল হাসান পিপিএম(বার) (বিপি-৭২৯৯০৩১২১১), অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার (ট্রাফিক), ডিএমপি, ঢাকা-কে তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়;

০৬। যেহেতু, তদন্তকারী কর্মকর্তা সকল বিধি বিধান প্রতিপালনপূর্বক সরেজমিনে তদন্ত করে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন। উক্ত তদন্ত প্রতিবেদনে বর্ণিত ০১ ও ০২ নং অভিযোগসমূহ প্রমাণিত হয়েছে মর্মে উল্লেখ করা হয়েছে যা সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি অনুসারে 'অসদাচরণ (Misconduct)' হিসেবে গণ্য;

০৭। সেহেতু, জনাব মোঃ হাসান নাহিদ চৌধুরী (বিপি-৭২০৫১১৬৯৭২), কমান্ড্যান্ট (পুলিশ সুপার) আরআরএফ, সিলেট ও সাবেক পুলিশ সুপার , শেরপুর-এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ, লিখিত জবাব, ব্যক্তিগত শুনানিতে উভয়পক্ষের বক্তব্য, তদন্ত প্রতিবেদন, অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ প্রাসঙ্গিক দলিলপত্রাদি এবং অপরাধের প্রকৃতি ও মাত্রা বিবেচনায় 'অসদাচরণ (Misconduct)'-এর অভিযোগে তাকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৪(২) এর উপ-বিধি (১)(ক) অনুযায়ী 'তিরস্কার' দন্ড প্রদান করা হলো।

জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

নাসিমুল গনি
সিনিয়র সচিব।

শৃঙ্খলা-২ শাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখঃ ২৬ চৈত্র ১৪৩১/০৯ এপ্রিল ২০২৫

নং **৪৪.০০.০০০০.০৫৮.২৭.০৯০.২০২৫-২৪৪**—যেহেতু, জনাব কাজী আয়ূবুর রহমান, বিপি-৬৬৮৯১১১২১৬, ময়মনসিংহ জেলার নান্দাইল মডেল থানার সাবেক অফিসার ইনচার্জ, নিরস্ত্র পুলিশ পরিদর্শক (বর্তমানে এমআরটি পুলিশ, ঢাকায় কর্মরত) ময়মনসিংহ জেলার নান্দাইল মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ হিসেবে কর্মরত থাকাকালে তার থানাধীন এলাকায় গত ২০-০৪-২০২২ খ্রিঃ তারিখ সকাল আনুমানিক ৬.১০ ঘটিকায় জনৈক বোরহান উদ্দিন এর বসতবাড়ীতে স্থাপিত আতশবাজী কারখানায় বিস্ফোরণ ঘটে। বিস্ফোরণে ২ (দুই) জন মহিলা শ্রমিকের দেহ ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যায় এবং ঘটনাস্থলেই তাদের মৃত্যু হয়। এ ঘটনায় নান্দাইল (ময়মনসিংহ) মডেল থানায় মামলা নং-২৫, তাং-২১-০৪-২০২২ খ্রিঃ, ধারা-১৯০৮ সালের বিস্ফোরক দ্রব্য আইন (সংশোধনী/২০২২) এর ৩/৪ (খ)/৫/৬ এবং মামলা নং-২৬, তাং-২১-০৪-২০২২ খ্রিঃ, ধারা-৩০২/৩৪ পিসি রুজু করা হয়। কারখানার মালিক বোরহান উদ্দিন দীর্ঘ ১২ বছর যাবৎ আতশবাজী/পটকা তৈরী করে পাইকারী বিক্রয় করে আসছিল এবং উক্ত কারখানার কোনো লাইসেন্স ছিল না বলে আসামী বোরহান উদ্দিন বিজ্ঞ আদালতে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি প্রদান করেন। অভিযুক্ত কর্মকর্তা নান্দাইল মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ হিসেবে কর্মরত থাকাকালে অনুমোদন/লাইসেন্স বিহীন আতশবাজী/পটকা তৈরির কারখানার বিষয়ে কোনো ধরণের তথ্য সংগ্রহ করতে পারেননি। তিনি তার দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করলে বোরহান উদ্দিন এ ধরণের একটি বিস্ফোরক কারখানা ধারাবাহিকভাবে পরিচালনা করতে পারতেন না। তার এহেন কর্মকান্ড কর্তব্যকর্মে অবহেলা তথা অসদাচরণের শামিল। তাকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪(২) (ক) মোতাবেক লঘুদন্ড হিসেবে 'তিরস্কার' এর দন্ডাদেশ প্রদান করা হয়। প্রদত্ত দন্ডে সংক্ষুদ্ধ হয়ে তিনি আপিল আবেদন করেন; এবং

০২। যেহেতু, আবেদন অনুযায়ী ০৯-০৪-২০২৫ তারিখ তার আপিল শুনানি গ্রহণ করা হয়। সরকার পক্ষের প্রতিনিধি অভিযোগের স্বপক্ষে বক্তব্য রাখেন। অপরদিকে আপিলকারী কর্মকর্তা হিসাবে তিনি তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ অস্বীকারপূর্বক দন্ড মওকুফের প্রার্থনা করেন; এবং

০৩। যেহেতু, আনীত অভিযোগ, দাখিলকৃত লিখিত জবাব, আপিল শুনানি কালে পক্ষগণের বক্তব্য ও প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি পর্যালোচনায় আপিলকালীন কর্মকর্তাকে প্রদত্ত দন্ড যথার্থ হয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়;

০৪। সেহেতু জনাব কাজী আয়ূবুর রহমান, বিপি-৬৬৮৯১১১২১৬, ময়মনসিংহ জেলার নান্দাইল মডেল থানার সাবেক অফিসার ইনচার্জ, নিরস্ত্র পুলিশ পরিদর্শক (বর্তমানে এমআরটি পুলিশ, ঢাকায় কর্মরত)-এর বিরুদ্ধে প্রমাণিত অভিযোগের গুরুত্ব, প্রকৃতি ইত্যাদি বিবেচনায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪(২) (ক) অনুযায়ী লঘুদন্ড হিসেবে "তিরস্কার" আদেশ বহাল রাখা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং **৪৪.০০.০০০০.০৫৮.২৭.০৮৫.২০২৫-২৪৫**—যেহেতু, জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম (বিপি-৬৬৯১০৩৭৯৬৮), পুলিশ পরিদর্শক (নিরস্ত্র), সিআইডি, ঢাকা, অফিসার ইনচার্জ হিসাবে ভেদরগঞ্জ থানা, শরীয়তপুর এ কর্মরত থাকাকালে ২৯-০৩-২০২০ তারিখ সময় ১৮.০৫ ঘটিকায় মোঃ সালাউদ্দিন মাতবর (৫৩), পিতা মৃত ইউনুস আলী মাতবর, সাং-ইকরকান্দি, থানা-ভেদরগঞ্জ, জেলা-শরীয়তপুর বাদী হয়ে ১২ (বারো) জন আসামির বিরুদ্ধে ভেদরগঞ্জ থানার মামলা নং-০৮/১৫, তারিখঃ ২৯-০৩-২০২০, ধারা ১৪৩/৩২৩/৩২৫/৩০৭/৫০৬/১১৪/৩৪ পেনাল কোড মামলা দায়ের করেন। মামলাটি ভেদরগঞ্জ থানার এসআই মোঃ ওয়ালিয়ুর রহমান তদন্ত করেন এবং মামলাটি তদন্ত শেষে ২৫-০৪-২০২০ অভিযোগপত্র বিজ্ঞ আদালতে দাখিল করেন। রেঞ্জ ডিআইজি, ঢাকা কর্তৃক উক্ত মামলা সংক্রান্তে অভিযুক্ত পুলিশ পরিদর্শক (নিরস্ত্র)-কে মোবাইলের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদান করা সত্ত্বেও তিনি তা যথাযথভাবে পালন করেননি। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের বৈধ আদেশ অমান্য করা এবং তথ্যের গোপনীয়তা রক্ষা করতে ব্যর্থ হওয়ার অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় তাকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ ৪(২) (ক) মোতাবেক লঘুদন্ড হিসাবে "তিরস্কার" এর আদেশ প্রদান করা হয়। প্রদত্ত দন্ডে সংক্ষুদ্ধ হয়ে তিনি আপিল আবেদন করেন; এবং

০২। যেহেতু, আবেদন অনুযায়ী ০৯-০৪-২০২৫ তারিখ তার আপিল শুনানি গ্রহণ করা হয়। সরকার পক্ষের প্রতিনিধি অভিযোগের স্বপক্ষে বক্তব্য রাখেন। অপরদিকে আপিলকারী কর্মকর্তা হিসাবে তিনি তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ অস্বীকারপূর্বক দন্ড মওকুফের প্রার্থনা করেন; এবং

০৩। যেহেতু, আনীত অভিযোগ, দাখিলকৃত লিখিত জবাব, আপিল শুনানিকালে পক্ষগণের বক্তব্য ও প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি পর্যালোচনায় তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের দায় হতে অব্যাহতি দেওয়া যায় মর্মে প্রতীয়মান হয়;

০৪। সেহেতু, জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম (বিপি-৬৬৯১০৩৭৯৬৮), পুলিশ পরিদর্শক (নিরস্ত্র), সিআইডি, ঢাকা ও সাবেক অফিসার ইনচার্জ, ভেদরগঞ্জ থানা, শরীয়তপুর এর আপিল আবেদন মঞ্জুর করা হলো এবং তাকে প্রদত্ত সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ ৪ (২) (ক) মোতাবেক "তিরস্কার" লঘুদন্ডাদেশ বাতিলপূর্বক উক্ত বিভাগীয় মামলায় বর্ণিত অভিযোগের দায় হতে অব্যাহতি প্রদান করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৮.২৭.০৮৬.২০২৫-২৪৬—যেহেতু, জনাব বাবলু কুমার রায় (বিপি-৮১০৮১২৪৪১৬) সাবেক পুলিশ পরিদর্শক (নিরস্ত্র) রংপুর জেলার বি-সার্কেল বর্তমানে নিরস্ত্র, পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) কাহারোল থানা, দিনাজপুর জেলা গত ১০-০৩-২০২১ খ্রিঃ হতে ২৬-১২-২০২২ খ্রিঃ পর্যন্ত বি-সার্কেল অফিস, রংপুরে কর্মরত থাকাকালে রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের তাজহাট থানার মামলা নং-৩, তারিখ-০৬-১১-২০২০ খ্রিঃ, জিআর ১৬৪/২০২০, নারী ও শিশু মামলা নং-১৯১/২০২১, ধারা ২০০০ সালের নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন (সংশোধনী ২০০৩) ধারা-৯ (১) এর বাদী শ্রীমতি ময়না রানীর সাথে একাধিকবার যোগাযোগ করেন। তিনি বাদীকে আসামী মিলন চন্দ্রের নিকট থেকে ১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা গ্রহণের বিনিময়ে মামলাটি আপোষ মীমাংসা করার জন্য চাপ প্রয়োগ করেন মর্মে আনীত অভিযোগ বিজ্ঞ আদালতে উত্থাপিত হলে বিজ্ঞ আদালত তদন্তপূর্বক পুলিশ পরিদর্শকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ প্রদান করেন। প্রাথমিক অনুসন্ধানে অভিযুক্ত মামলার বাদিনীর সাথে একাধিকবার যোগাযোগ করে বাদিনীকে আসামী পক্ষের নিকট থেকে ১,৫০,০০০ টাকার বিনিময়ে মামলাটি আপোষ মীমাংসা করার প্রস্তাব দেন। তার এহেন কার্যকলাপ কর্তব্য-কর্মে অবহেলা, বিভাগীয় শৃঙ্খলা পরিপন্থী তথা অসদাচরণের শামিল। জনাব বাবুল কুমার রায় (বিপি-৮১০৮১২৪৪১৬) সাবেক পুলিশ পরিদর্শক (নিরস্ত্র) রংপুর জেলার বি-সার্কেল বর্তমানে নিরস্ত্র, পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) কাহারোল থানা, দিনাজপুর জেলা এর বিরুদ্ধে প্রমাণিত অভিযোগের গুরুত্ব ও প্রকৃতি ইত্যাদি বিবেচনায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪(২) (ক) অনুযায়ী লঘুদণ্ড হিসেবে "তিরস্কার" এর আদেশ প্রদান হয়। প্রদত্ত দণ্ডে সংক্ষুব্ধ হয়ে তিনি আপিল আবেদন করেন; এবং

০২। যেহেতু, আবেদন অনুযায়ী ০৯-০৪-২০২৫ তারিখ তার আপিল শুনানি গ্রহণ করা হয়। সরকার পক্ষের প্রতিনিধি অভিযোগের স্বপক্ষে বক্তব্য রাখেন। অপরদিকে আপিলকারী কর্মকর্তা হিসাবে তিনি তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ অস্বীকারপূর্বক দণ্ড মওকুফের প্রার্থনা করেন; এবং

০৩। যেহেতু, আনীত অভিযোগ, দাখিলকৃত লিখিত জবাব, আপিল শুনানিকালে পক্ষগণের বক্তব্য ও প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি পর্যালোচনায় আপিলকারী কর্মকর্তাকে প্রদত্ত দণ্ড যথার্থ হয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়;

০৪। সেহেতু, জনাব বাবলু কুমার রায় (বিপি-৮১০৮১২৪৪১৬) সাবেক পুলিশ পরিদর্শক (নিরস্ত্র) রংপুর জেলার বি-সার্কেল বর্তমানে নিরস্ত্র, পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) কাহারোল থানা, দিনাজপুর জেলা এর বিরুদ্ধে প্রমাণিত অভিযোগের গুরুত্ব ও প্রকৃতি ইত্যাদি বিবেচনায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪(২) (ক) অনুযায়ী লঘুদণ্ড হিসেবে "তিরস্কার" আদেশ বহাল রাখা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৮.২৭.০৮৭.২০২৫-২৪৭—যেহেতু, জনাব মোঃ মোশাররফ হোসেইন, (বিপি-৮০০৮১২০৩২০) পুলিশ পরিদর্শক, (নিরস্ত্র) বর্তমানে অপারেশন অফিসার, নৌকারমাঠ পুলিশ ক্যাম্প, ১৪ এপিবিএন, উখিয়া, কক্সবাজার, সাবেক সিআইডি, রাজশাহী মেট্রো এন্ড রাজশাহী জেলা কর্মরত থাকাবস্থায় জি. আর. মামলা নং-৬৯২/২০১৬ (রাজপাড়া), রাজপাড়া (আরএমপি) থানার মামলা নং-২১, তারিখ-০৮-০৯-২০১৬, ধারা-৪৬৭/৪৬৮/৪৭১/৪০৬/৪২০ পেনাল কোড তদন্ত শেষে ডাক্তার'গণ ব্যতীত আসামী মৌসুমী খাতুনসহ ৫ জনের বিরুদ্ধে পেনাল কোড ৪০৬/৪২০/৩৪ ধারায় বিজ্ঞ আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল করেন। কিন্তু বর্ণিত মামলার পূর্ববর্তী তদন্তকারী কর্মকর্তা বিজ্ঞ আদালতের আদেশ নং-৩০, তারিখ-১০-৭-২০১৭ খ্রিঃ মূলে মেডিসন ডায়াগনস্টিক সেন্টার, লক্ষীপুর, রাজশাহী হতে জব্দকৃত ফাঁকা রিপোর্ট প্যাডে ডাঃ মোঃ ইনতেখাব রহমান (সহকারী প্রফেসর) ও ডাঃ মোঃ এস. এম ওয়াসি পারভেজ (সহকারী প্রফেসর) এবং ডাঃ মোঃ মিজানুর রহমান, সহকারী প্রফেসর'গণের প্রদত্ত স্বাক্ষর হস্তলিপি পরীক্ষা করার জন্য তাদের নমুনা স্বাক্ষর সংগ্রহ করেন। পরবর্তীতে তাকে উক্ত মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। তিনি মামলাটি তদন্তকালে হস্তলিপি বিশারদ, সিআইডি, ঢাকা হতে স্বাক্ষর পরীক্ষা সংক্রান্তে রিপোর্ট সংগ্রহ না করে এবং উক্ত ডাক্তার'গণ কর্তৃক বিজ্ঞ আদালতে ফৌঃকাঃবিঃ ১৬৪ ধারা মোতাবেক স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি প্রদান করা সত্ত্বেও বিজ্ঞ আদালতের আদেশ উপেক্ষা করে তদন্তকার্য সমাপ্ত করতঃ ১। ডাঃ মোঃ ইনতেখাব রহমান, সহকারী প্রফেসর, ২। মোঃ এস. এম ওয়াসি পারভেজ, সহকারী প্রফেসর, ৩। ডাঃ মোঃ মিজানুর রহমান, সহকারী প্রফেসর'গণের বিরুদ্ধে প্রচলিত বিধি মোতাবেক অভিযোগপত্র দাখিলের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ না করে তাদেরকে অভিযোগপত্রে সাক্ষীর কলামে উপস্থাপন করে বিজ্ঞ আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল করেন। তার এহেন কার্যকলাপ দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে অবহেলা বিভাগীয় শৃঙ্খলা পরিপন্থী তথা অসদাচরণের শামিল। সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪(২) (খ) মোতাবেক লঘুদণ্ড "০২ (দুই) বছরের জন্য বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি স্থগিত" দণ্ড প্রদান করা হয়। প্রদত্ত দণ্ডে সংক্ষুব্ধ হয়ে তিনি আপিল আবেদন করেন; এবং

২। যেহেতু, আবেদন অনুযায়ী গত ০৯-০৪-২০২৫ তারিখ তার আপিল শুনানি গ্রহণ করা হয়। সরকারপক্ষের প্রতিনিধি অভিযোগের স্বপক্ষে বক্তব্য রাখেন। অপরদিকে আপিলকারী কর্মকর্তা হিসাবে তিনি তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগে প্রদত্ত দণ্ড মওকুফের প্রার্থনা করেন; এবং

৩। যেহেতু, আনীত অভিযোগ, দাখিলকৃত লিখিত জবাব, আপিল শুনানিকালে পক্ষগণের বক্তব্য ও প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি পর্যালোচনায় তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের দায় হতে অব্যাহতি দেওয়া যায় মর্মে প্রতীয়মান হয়;

৪। সেহেতু, জনাব মোঃ মোশাররফ হোসেইন, (বিপি-৮০০৮১২০৩২০) পুলিশ পরিদর্শক, (নিরস্ত্র) সাবেক সিআইডি, রাজশাহী মেট্রো এন্ড রাজশাহী জেলা, বর্তমানে অপারেশন অফিসার, নৌকারমাঠ পুলিশ ক্যাম্প, ১৪ এপিবিএন, উখিয়া, কক্সবাজার-কে প্রদত্ত সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪(২) (খ) মোতাবেক লঘুদণ্ড হিসেবে "০২ (দুই) বছরের জন্য বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি স্থগিত" দণ্ডাদেশ বাতিলপূর্বক উক্ত বিভাগীয় মামলায় বর্ণিত অভিযোগের দায় হতে অব্যাহতি প্রদান করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

তারিখ: ০৮ বৈশাখ ১৪৩২/২১ এপ্রিল ২০২৫

নং **৪৪.০০.০০০০.০৫৮.২৭.০৩৪.২০২৪-২৬৮**—যেহেতু, জনাব মোঃ জুয়েল রানা (বিপি-৯০১৭১৮০৮৩২), বর্তমানে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, রমনা জোন, রমনা বিভাগ, ঢাকা ইতঃপূর্বে সহকারী পুলিশ সুপার, দাউদকান্দি সার্কেল, কুমিল্লা কর্মরত থাকাকালীন গত ২৬-১২-২০২১ তারিখ কুমিল্লা জেলার চৌদ্দগ্রাম উপজেলায় ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন উপলক্ষ্যে ১০-১২-২০২১ তারিখ বিকাল ০৩:০০ ঘটিকায় ৩ নং কালিকাপুর ইউনিয়নের ধর্মপুর নাজিম আলী উচ্চ বিদ্যালয় কেন্দ্রে পূর্ব নির্ধারিত বিট পুলিশিং সভায় বক্তব্য প্রদান করেন। তিনি বক্তব্য প্রদানকালে উল্লেখ করেন যে, "নৌকা প্রতীক পেলেই জয় নিশ্চিত নয়; স্থানীয় এমপি বা অন্য কেউ তাকে তদবির করলে তা তিনি রাখবেন না; ভোট কেন্দ্রে গিয়ে ব্যালট ছিনতাই করলে ডাইরেক্ট গুলি করা হবে; অন্যের ভোট দিতে গেলে আঙ্গুল পুলিশকে দিয়ে দিতে হবে"। উক্ত বক্তব্যের প্রেক্ষিতে ০৬-০৫-২০২৪ তারিখ ২৩২ নং স্মারকমূলে অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩ (খ) বিধি মোতাবেক "অসদাচরণ" এর অভিযোগে অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী জারি করা হয় । একই সাথে গঠিত অভিযোগনামার বিপরীতে অভিযুক্ত অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, নৌ-পুলিশ, ঢাকা জনাব মোঃ জুয়েল রানা (বিপি-৯০১৭১৮০৮৩২)-কে কারণ দর্শাতে বলা হয়; এবং

০২। যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা কারণ দর্শনোর জবাব প্রদানপূর্বক ব্যক্তিগত শুনানির আবেদন করেন। তদপ্রেক্ষিতে অভিযুক্তের ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয়। অভিযুক্ত কর্মকর্তার কারণ দর্শনোর জবাব এবং প্রাসঙ্গিক সকল তথ্যাদি পর্যালোচনা করে অভিযোগের প্রকৃতি ও মাত্রা বিবেচনায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি অনুযায়ী আনীত "অসদাচরণ" অভিযোগের সত্যতা প্রতীয়মান হওয়ায় একই বিধিমালার বিধি ৪ এর উপ-বিধি ২(ক) অনুসারে তাকে "তিরস্কার" লঘুদণ্ড প্রদান করা হয়। দণ্ডে সংক্ষুদ্ধ হয়ে যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে মহামান্য রাষ্ট্রপতির কাছে দণ্ড মওকুফের আপিল আবেদন করেন; এবং

০৩। যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা কারণ দর্শনোর জবাব প্রদানপূর্বক এবং প্রাসঙ্গিক সকল তথ্যাদি পর্যালোচনা করে জনাব মোঃ জুয়েল রানা (বিপি-৯০১৭১৮০৮৩২), অতিরিক্ত পুলিশ সুপার-এর বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলায় "তিরস্কার" লঘুদণ্ড প্রদানের বিষয়ে আপিল আবেদনের ক্ষেত্রে মহামান্য রাষ্ট্রপতি সদয় হয়ে আপিল আবেদন মঞ্জুর করে দণ্ডাদেশ বাতিল এর সানুগ্রহ আদেশ প্রদান করেন;

০৪। সেহেতু, জনাব মোঃ জুয়েল রানা (বিপি-৯০১৭১৮০৮৩২), অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, ইতঃপূর্বে সহকারী পুলিশ সুপার, দাউদকান্দি সার্কেল, কুমিল্লা ঢাকা (বর্তমান রমনা জোন, রমনা বিভাগ, ঢাকা)-কে প্রদত্ত "তিরস্কার" দন্ডাদেশ এর বিরুদ্ধে আপিল আবেদন মঞ্জুর করে দন্ডাদেশ বাতিলে মহামান্য রাষ্ট্রপতি সানুগ্রহ সম্মতি প্রদান করায় দন্ডাদেশ প্রত্যাহার করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

নাসিমুল গনি
সিনিয়র সচিব।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
[কাস্টমসঃ রপ্তানি ও বন্ড শাখা]

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ২৭ চৈত্র, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ/১০ এপ্রিল, ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

নং **৭৭/২০২৫/কাস্টমস/৮১৮**।—কাস্টমস আইন, ২০২৩ এর ধারা ১২ (২) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, ঢাকায় অবস্থিত মেসার্স র‌্যাংগস ইলেকট্রনিক্স লিঃ (বন্ড লাইসেন্স নং-৮৫৭/কাস/এসবিডব্লিউ/২০১৩, তারিখঃ ১১-০৪-২০১৩ খ্রিঃ) নামীয় শুল্কমুক্ত বিপণীর অনুকূলে ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের জন্য নিম্নরূপ ছকে বর্ধিত আমদানি প্রাপ্যতা নির্ধারণ করিল, যথা :

ক্রঃ নং	আমদানিকৃত পণ্য	২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের জন্য সুপারিশ (মা. ডলার)
১।	সিগারেট, সিগার ও টোব্যাকো	৩০,০০০.০০
		৩০,০০০.০০ (ত্রিশ হাজার মার্কিন ডলার)

মোঃ আল আমিন
দ্বিতীয় সচিব (কাস্টমসঃ রপ্তানি ও বন্ড)।

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ : ০৪ বৈশাখ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ/১৭ এপ্রিল, ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

নং **৮০/২০২৫/কাস্টমস/৮৩৮**।—কাস্টমস আইন, ২০২৩ এর ধারা-১০ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, জনস্বার্থে বগুড়া জেলাধীন দুপচাঁচিয়া উপজেলার চেঙ্গা মৌজার নিম্নবর্ণিত তফসিলভুক্ত এলাকাকে এতদ্বারা কাস্টমস ওয়্যারহাউজিং স্টেশন হিসেবে ঘোষণা করেছে, যথা :

ক্রঃ নং	মৌজা :	জে.এল নং	দাগ সংখ্যা	আর.এস.দাগ নম্বর	জমির পরিমাণ
১	চেঙ্গা	৭৬	৬	৫৫২, ৫৫৫, ৬১৬, ৬১৭, ৬১৩, ও ৬০৪	৩.৮৫ একর

তারিখ : ০৭ বৈশাখ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ/২০ এপ্রিল, ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

নং **৮১/২০২৫/কাস্টমস/৮৪২**।—কাস্টমস আইন, ২০২৩ এর ধারা-১০ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, জনস্বার্থে কুষ্টিয়া জেলার আওতাধীন কুষ্টিয়া সদর উপজেলার ৬নং বারখাদা মৌজার নিম্নবর্ণিত তফসিলভুক্ত এলাকাকে এতদ্বারা কাস্টমস ওয়্যারহাউজিং স্টেশন হিসেবে ঘোষণা করেছে, যথা :

ক্র: নং	মৌজা :	জে.এল নং	দাগ সংখ্যা	আর.এস.দাগ নম্বর	জমির পরিমাণ
১	বারখাদা	৬	৩	৪৫৪, ৩৭৬ ও ৪৫৩	৪২.৩৭ শতাংশ

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশক্রমে

মোঃ আল আমিন
দ্বিতীয় সচিব (কাস্টমসঃ রপ্তানি ও বন্ড)।

ভূমি মন্ত্রণালয়
জরিপ-২ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ১১ বৈশাখ ১৪৩২ বঙ্গাব্দ/২৪ এপ্রিল ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

নং **৩১.০০.০০০০.০৪৯.৩৬.০০২.১৫(অংশ-২).২১**—The Survey Act, 1875 (১৮৭৫ সনের ৫ম আইন) এর ৩ ধারা এবং The State Acquisition And Tenancy, Act, 1950 (১৯৫১ সনের ২৮ নম্বর আইন) এর ১৪৪ ধারার ১ নম্বর উপ-ধারায় বর্ণিত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক ঢাকা জোনের ০১টি মৌজা ডিজিটাল পদ্ধতিতে জরিপ আরম্ভ করার প্রশাসনিক অনুমোদন জ্ঞাপন করা হলো :

ক্রম	মৌজার নাম	জে.এল নম্বর	এরিয়া (একর)	উপজেলার নাম	জেলার নাম
০১	পাতিরা	০৫	৪০৮.৮২১২	গুলশান	ঢাকা

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

সাবভীনা মনীর চিঠি
যুগ্মসচিব।

[একই তারিখ ও স্মারকে প্রতিস্থাপিত]
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
জননিরাপত্তা বিভাগ
পুলিশ-১ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ২ চৈত্র ১৪৩১ বঙ্গাব্দ/১৬ মার্চ ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

নং **৪৪.০০.০০০০.০০০.০৯৪.২৭.০০২৬.২১.২৩৪**—যেহেতু, জনাব আব্দুল মান্নান, বিপিএম-বার (বিপি-৭৯০৬১১৩৯৬৩), পুলিশ সুপার, রংপুর রেঞ্জ ডিআইজি'র কার্যালয়ে সংযুক্ত (সাবেক পুলিশ সুপার, সিলেট জেলা)-কে গোলাপগঞ্জ মডেল থানার মামলা নং-৬, তারিখ-০৮-০১-২০২৫ খ্রি. জি আর-৬/২০২৫ ধারা-১৪৩/১৪৭/১৪৯/৩২৪/৩২৬/৩০৭/১১৪/৩৪ পেনাল কোড মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা কর্তৃক তাকে গত ০৯-০২-২০২৫ তারিখ গ্রেফতারপূর্বক বিজ্ঞ আদালতে সোপর্দ করলে বিজ্ঞ আদালত তাকে সিলেট জেলা কারাগারে প্রেরণ করেন।

সেহেতু, জনাব আব্দুল মান্নান, বিপিএম-বার (বিপি-৭৯০৬১১৩৯৬৩)-কে সরকারি চাকরি আইন, ২০১৮ (২০১৮ সালের ৫৭ নং আইন) এর ৩৯ (২) ধারার বিধান অনুযায়ী ০৯-০২-২০২৫ তারিখ থেকে সরকারি চাকরি হতে সাময়িক বরখাস্ত করা হলো।

বিধি অনুযায়ী খোরপোষ ভাতা প্রাপ্য হবেন।

জনস্বার্থে এ আদেশ জারি করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

নাসিমুল গনি
সিনিয়র সচিব।

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ১০ বৈশাখ ১৪৩২ বঙ্গাব্দ/২৩ এপ্রিল ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

নং **৪৪.০০.০০০০.০০০.০৯৪.২৭.০০২৬.২১.৩৩১**—যেহেতু, জনাব মোঃ তানভীর সালেহীন ইমন (বিপি-৮৪১০১২৬৮৯৯), পুলিশ সুপার, বাংলাদেশ পুলিশ একাডেমী, সারদা, রাজশাহী সাবেক উপ-পুলিশ কমিশনার, ডিএমপি, ঢাকা এর বিরুদ্ধে নিউমার্কেট (ডিএমপি) থানার মামলা নং-০৪, তারিখ- ২১-০৮-২০২৪, ধারা-১৪৩/১৪৭/৩২৩/৩০৭/৩০২/১০৯/১১৪/৩৪ পেনাল কোড তৎসহ বিস্ফোরক উপাদানাবলি আইন-১৯০৮ এর ৩/৬-এ গত ১২-০২-২০২৫ তারিখে গ্রেফতার করে বিজ্ঞ আদালতে প্রেরণ করা হয়।

সেহেতু, জনাব মোঃ তানভীর সালেহীন ইমন-কে সরকারি চাকরি আইন, ২০১৮ (২০১৮ সালের ৫৭ নং আইন) এর ৩৯ (২) ধারার বিধান অনুযায়ী ১২-০২-২০২৫ তারিখ থেকে সরকারি চাকরি হতে সাময়িক বরখাস্ত করা হলো।

সাময়িক বরখাস্তকালীন তিনি ডিআইজি, রাজশাহী রেঞ্জ এর কার্যালয়ে সংযুক্ত থাকবেন এবং বিধি অনুযায়ী খোরপোষ ভাতা প্রাপ্য হবেন।

জনস্বার্থে এ আদেশ জারি করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

নাসিমুল গনি
সিনিয়র সচিব।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
বাজেট ও অডিট শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ১১ বৈশাখ ১৪৩২ বঙ্গাব্দ/২৪ এপ্রিল ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

নং **৩৮.০০.০০০০.০০০.০০৬.০১.০০০১.২৪.১৩৮**—অর্থ বিভাগ কর্তৃক প্রণীত অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা সনদ এবং ঝুঁকিভিত্তিক অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা ম্যানুয়াল এর নির্দেশনা অনুযায়ী প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের জন্য নিম্নবর্ণিত ০৫ সদস্যবিশিষ্ট MoPME নিরীক্ষা কমিটি গঠন করা হলো।

	চেয়ারপারসন
০১	জনাব মো: গিয়াস উদ্দিন আহমেদ, সাবেক অতিরিক্ত সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
	সদস্যবৃন্দ
০২	জনাব খালেদা নাছরিন, উপসচিব, ব্যয় ব্যবস্থাপনা-৩ শাখা, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়
০৩	জনাব ডা. মোঃ মাহফুজুল হক, উপসচিব, বাজেট শাখা, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
০৪	জনাব মোঃ মনিরুজ্জামান, যুগ্মসচিব (পিআরএল) (কম্পট্রোলার অ্যান্ড অডিটর জেনারেল থেকে অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা)
০৫	জনাব আল-আমিন, সহযোগী অধ্যাপক, একাউন্টিং এন্ড ইনফরমেশন সিস্টেমস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। (পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবসায়িক অনুষদের প্রতিনিধি)

গঠিত কমিটি অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের জন্য প্রণীত অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা সনদ এবং ঝুঁকিভিত্তিক অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা ম্যানুয়ালে বর্ণিত নির্দেশনা অনুযায়ী দায়িত্ব পালন করবেন।

২। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ডা. মোঃ মাহফুজুল হক
উপসচিব।

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
প্রাণিসম্পদ-১ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ১৪ বৈশাখ ১৪৩২ বঙ্গাব্দ/২৭ এপ্রিল ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

নং **৩৩.০০.০০০০.১১৭.৯৯.০১১.২০ (অংশ-১).২০৪**—বিসিএস (নন-ক্যাডার) ৪১তম ব্যাচের কর্মকর্তা জনাব সজীব আহমেদ, পোল্ট্রি ডেভেলপমেন্ট অফিসার (নন-ক্যাডার), সরকারি মুরগি প্রজনন ও উন্নয়ন খামার, বাগেরহাট ৪৩তম বিসিএস (পশুসম্পদ) ক্যাডারে নিয়োগপ্রাপ্ত হওয়ায় ১৪-০১-২০২৫ তারিখ অপরাহ্ণ থেকে ভূতাপেক্ষভাবে বর্তমান চাকরি হতে অব্যাহতির আবেদন করেন। তাঁর অব্যাহতি পত্র সরকার কর্তৃক গৃহীত হয়েছে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মুহাঃ মাছুম বিল্লাহ
উপসচিব।